দুর্গাপুরে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ৫ হাজার ৬৫০ কৃষক পাচ্ছেন বিনামূল্যে বীজ-সার

দুর্গাপুর(রাজশাহী)প্রতিনিধি:: রাজশাহীর দুর্গাপুরে রবি মৌসুমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ হাজার ৬৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাবিবা ফারজানা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাহানা পারভীন লাবনী আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপজেলা কৃষি প্রণোদনা সহায়তা কার্যক্রম কমিটির অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এবারের কর্মসূচিতে উপজেলার মোট ৫ হাজার ৬৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার দেওয়া হবে। এর মধ্যে সরিষা চাষে ৫ হাজার ৫০০ জন, মসুর চাষে ১০০ জন, খেসারি চাষে ২০ জন, এবং অড়হর চাষে ৩০ জন কৃষক এ প্রণোদনার আওতায় আসছেন।

কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসলভিত্তিক নির্ধারিত পরিমাণ বীজ ও সার পাবেন। সরিষা চাষের জন্য ১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার; মসুরের জন্য ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার; খেসারির জন্য ৮ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার; এবং অড়হরের জন্য ২ কেজি বীজ, ৫ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাহানা পারভীন লাবনী বলেন, “সরকারের কৃষিবান্ধব উদ্যোগের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের চাষাবাদে উৎসাহিত করতে এ প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমবে, অন্যদিকে অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে। বিশেষ করে সরিষা, মসুর, খেসারি, অড়হর আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভোজ্যতেল ও ডাল উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। আমরা চাই, কৃষকরা এ সহায়তা যথাযথভাবে

কাজে লাগিয়ে অধিক ফলন নিশ্চিত করুন। কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নয়নে উপজেলা কৃষি বিভাগ সব সময় পাশে থাকবে।”

কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এ প্রণোদনা কর্মসূচির ফলে দুর্গাপুর উপজেলায় রবি মৌসুমে ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের পাশাপাশি তেলবীজ, ডাল ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে। একই সঙ্গে বিনামূল্যে বীজ ও সার পাওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং কৃষিকাজে তাঁদের আগ্রহ আরও বাড়বে।